বরাবর কবিতা

ফিদা

উৎসর্গ

আমার জীবনে মহাকাব্যের মতো যারা —
আব্বু, আম্মু, আপু।

সূচিপত্র

আমাদের আমরা-৭
একটি কবিতার বই-৮
বিষন্নতার কাব্য-৯
দূরবীন-১০
গান, কবিতা আর গিটার-১১
ভুলে যাই-১২
একা-১৩
পাথরের কান্না-১৪
রাজত্ব-১৫
যে কিছুই বলতে পারেনি-১৬
জীবন-গাড়ি-১৭
মেঘলা চিঠি-১৮
আমি তো চাই-২০
অগ্নী-কুণ্ডলি-২১
মরণ-মাতম-২২
ব্যর্থতা-২৩
নবারুন-২৪
নস্টালজিয়া-২৬
তুমি ই-২৮
আমার আমি-২৯
এক পশলা যন্ত্রণা-৩০
এক্কেবারে চুপ-৩১
অনেকদিন কবিতা লিখি না-৩২
বিষন্নতার রুটিন-৩৪
জেগে ওঠো ঈশ্বর-৩৬
শুদ্ধ সুযোগ-৩৭
সুখী কবিতা-৩৮
মহারাজা-৩৯
মধ্যরাতের কথাগুলো-৪১
মৃন্ময়ী-কে না পাঠানো
চিঠিগুলো-৪৮

আমাদের আমরা

তোমার যেমন বৃষ্টি ভালো লাগে
বৃষ্টি এলেই নাচো পেখম মেলে।
আমার তেমনি সর্দি লাগার বাতিক
ছাউনি খুঁজে লুকাই বৃষ্টি এলে।

জ্যোৎস্না দেখতে ভালোবাসি আমি
সারারাত তাই চাঁদের আলো মাখি।
তোমার ওসব ভাল লাগে না মোটেও
রাত জাগাটা তোমার ধাতেই নেই নাকি।

'ভাল্লাগে না' রোগ আছে তোমার
সন্ধ্যা হলেই গোমড়ামুখে থাকা।
আমার আছে বাঁচার আনন্দ
প্রতিটা ক্ষণ রঙিন করে আঁকা।

আমার যেমন ভীষণ বদমেজাজ
ক্ষেপে গিয়ে ছুটি দিগ্বিদিক।
তুমি তেমনি শান্ত শীতল স্নিগ্ধ
কেমন যেন সামলে ফেলো ঠিক।

তুমি আমার মতো নও একদমই
আমিও ঠিক তোমার মতো নই।
ভালোবাসা তবু বেড়েই চলেছে যেন
আমরা ভালোবাসি, ঠিক আমাদের মতোই।

একটি কবিতার বই

প্রকৃতি তার কিছু ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে।
যেমন অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা।
বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, লাল কৃষ্ণচূড়া, খরতাপ-
এসবই প্রকৃতির একেকটা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম, ভাষা।
মানুষও তেমনি বিভিন্নভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে।
আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

খুব আনন্দের সময়,
আমি কবিতা লিখি।
খুব দুঃখের সময়,
আমি কবিতা লিখি।
যখন প্রেমে পড়ি,
তখন কবিতা লিখি,
যখন প্রেম হারিয়ে যায়,
তখন কবিতা লিখি।

কবিতা আমার জ্যোৎস্না,
কবিতাই আমার বৃষ্টি।
কবিতা দিয়েই ছড়িয়ে দেই,
আমার সব অনুভূতি।

আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ।
অসাধারণ কেউ নই।
আমার খুব সাধারণ অনুভূতিগুলো লিখতে লিখতেই হয়ে যায়,
একটি কবিতার বই।

বিষন্নতার কাব্য

ভেবেছিলাম আজকে রাতে
অনেকগুলো কবিতা লিখে ফেলবো।
আনন্দের কবিতা লিখে লিখে
কলমের কালি আর খাতার পৃষ্ঠা
দুই'ই শেষ করে ফেলবো।
কিন্তু যেই মাত্র কাগজ কলম নিয়ে বসলাম,
ওমনি এক গ্লাস ভর্তি বিষন্নতায় টুপ করে পড়ে গেলাম।

ভারী বিপদ হল।
আমি তো সাঁতার কাটতে পারি না যে সাঁতরে বেরিয়ে আসবো।
ডুবে যাওয়া মানুষ নাকি
খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চায়।
আমি তো তাও পারছি না।
একদম পরিষ্কার, নিখাদ এক গ্লাস বিষন্নতায় ডুবে যাচ্ছি।

কি আর করা।
তবে বিষন্নতাই আমার নতুন বন্ধু হোক।
বিষন্নতাই আমার নতুন সংসার হোক।
বিষন্নতাই আমার নতুন ঘর হোক।
এই রাত শুধু বিষন্নতারই হোক।
এই কবিতাটাও হোক,
শুধুই বিষন্নতার।

দূরবীন

দূরবীনকে আমার সবসময়ই বেশ শক্তিশালী যন্ত্র মনে হয়।
আমাদের স্বাভাবিক সীমারেখার অনেকটা বাইরে যে শহর
তাকেও কেমন কাছে নিয়ে এসে ফ্যালে।
ওই দূরের যে দ্বীপটা
যেটা হয়তো কোনোদিনই দেখতে পেতাম না
সেটাও কেমন স্পষ্ট দেখতে পাই।
এতো স্পষ্ট যে মনে হয় এক পা এগুলেই পৌঁছে যাব।

আমার একটা নিজস্ব দূরবীন ছিল।
হারিয়ে ফেলেছি।
সেই দূরবীনেই বোধ হয় আমি দেখেছিলাম,
তোমাকে।

গান, কবিতা আর গিটার

মধ্যরাতে না,
আমার একাকীত্ব আমি টের পাই কোলাহলে।
যখন আমি জনসমুদ্রের মাঝে থাকি,
তখন বুঝতে পারি আমি কতটা একা।

টিএসসি কিংবা কার্জন হলে,
যখন বন্ধুচক্রের উন্মাদ আড্ডায় মত্ত হতে পারি না,
যখন চিৎকার করে গলা মেলাতে পারি না
পিংক ফ্লয়েড কিংবা অথহীনের গানে,
তখন বুঝত পারি আমার নিঃসঙ্গতা।

চায়ের দোকানে,
চেনা-অচেনা সবাই যখন কথা বলে
পঁচে-গলে যাওয়া রাষ্ট্র নিয়ে,
যখন সবাই হা-হুতাশ করে
সস্তায় বাজার করতে পারার দিনগুলোর কথা মনে করে,
সেখানে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে থেকে
আমি বুঝতে পারি,
আমি কতটা একা।

একাকীত্বটা আমি বুঝতে পারি ঠিক।
কিন্তু আমার একাকীত্বের শেকড় কতটা গভীরে পৌঁছেছে,
সেটা বুঝে উঠতে পারি না।
একাকীত্ব মাপার কোনো স্ট্যান্ডার্ড মিটার নেই।
তাই, আমার একাকীত্বের গল্প চলে,
গান, কবিতা আর গিটার-এই।

ভুলে যাই

ভুলে তো গিয়েছি কতকিছুই।
কোনো এক বিষন্ন দুপুরে হঠাৎ খেয়াল করে দেখি,
যে আমি ভুলে গেছি শেষ কবে দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম।
বিকেলে উঠে শেষ কবে পাড়ার মাঠে খেলতে গিয়েছিলাম।
শেষ কবে মাগরিবের পরে বাসায় ঢুকে মার খেয়েছি-
সে সবই ভুলে গেছি।

শেষ কবে একটা চিঠি লিখেছি
খুব যত্ন করে কবে একটা ফুল কিনেছি
হুট করে রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া বন্ধুটার সাথে কতটা সখ্যতা
ছিল-
সে সবও ভুলে গেছি না চাইতেই।

ভুলে তো গিয়েছি কতকিছুই।
যেসব ভুলতে চাইনি।
যেসব ভুলতে না পারলেও ক্ষতি ছিল না কোনো।

কেবল ভুলতে পারি নি,
যেটা ভুলতে চেয়েছিলাম।
কেবল ভুলতে পারি না,
এখনও যা ভুলতে চাই।

আমি কেবল ভুলতে পারি না,
তোমাকে।

একা

আজকাল একা থাকাটা দূর্বিষহ হয়ে উঠেছে।
ক্রমশই পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে।
সেই সময়গুলো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে।

যখনই ভাবি অতীতে ফিরে যাই,
তখনই সেই ভয়-শঙ্কা ফের জাপটে ধরে।
কি এক অচেনা, অজানা ভয়
কালো কামিজ পরে হেঁটে বেড়ায় আমার মস্তিষ্কে।

মস্তিষ্ক আর মন
এই দুই এর মধ্যে শুরু হয় তুমুল দ্বন্দ্ব।
আমি বেদিশা হয়ে বসে বসে, যুদ্ধ দেখি।

অনন্তকাল কাটে।
যুদ্ধ শেষ হয় কি না, তা মনে করতে পারি না।
যুদ্ধে কে জেতে সেটাও বুঝে উঠতে পারি না।
কেবল হুট করেই লক্ষ্য করি,
একটা বিরাট ধানকাটা মাঠের মতোই,
একা আমি।

ক্লান্ত লাগে,
প্রচন্ড ক্লান্ত লাগে।

পাথরের কান্না

তুমি যতটা নির্ভরশীল হও আমার উপর
আমি ঠিক ততটাই দিশেহারা হয়ে পরি।
তোমার নির্ভরশীলতা একটা ব্যারোমিটার।
সেই ব্যারোমিটারে আমি মাপতে থাকি
আমার দূর্বলতা, আমার অক্ষমতা।

আমি গভীর রাতে চিৎকার করে কাঁদতে থাকি।
বুকের ভেতর এক গহীন বনে,
আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকি।
সেই চিৎকার
সেই কান্না
আমার বুকের ভেতর থাকা তোমার কাছে পৌঁছায় না।
তুমি শুনতে পাও না।
তুমি বুঝতে পারো না।

তুমি বুঝতে পারো না,
ধীরে ধীরে কেমন পাথর হয়ে যাই আমি।
তুমি বুঝতে পারো না,
টলমল করতে থাকা পরিষ্কার ঝর্ণাটা-
আদতে কাঁদতে থাকা পাথর।

রাজত্ব

রাজপোষাক পরে, রাজমুকুট মাথায় দিয়ে, রাজ সিংহাসনে বসাটা
হয়তো সম্মানের।
কিন্তু সেই রাজ দায়িত্ব পালন করতে পারার সক্ষমতা সকলের
থাকে না।

সেই ক্ষমতা,
সেই সাহস,
সেই শক্তি নেই বলেই

স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসলাম গোটা একটা রাজত্ব।
অন্তত ভালো থাকুক রাজ্যবাসী।

যে কিছুই বলতে পারেনি

যে সবার কথা শোনে,
যে একজন ভালো শ্রোতা,
নিঃসন্দেহে তারও অনেক কিছু বলার থাকে।
কিন্তু শুধু শুনতে শুনতে
শুনতে শুনতে
সে আর কিছু বলতে পারে না।
না বলতে না বলতে
তার কথা বলার অভ্যাসটাও হারিয়ে যায়।
যেমন হারিয়ে যায়
কোনো পথিকের চিৎকার, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে।
অথচ তারও তো বলার ছিল অনেক কথা
তারও তো দেখানোর ছিল অজস্র ব্যথা।
তোমরা বরং তার চোখ দেখেই বুঝে নিও।
তোমরা বরং একবার তার কাঁধে হাতটুকুই রেখো!!